'গিরগিটি' গল্প যৌনতার নয়, সৌন্দর্যচেতনার — 'গিরগিটি' গল্প অবলম্বনে আলোচনা করো।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে যৌনতা এসেছে কখনো প্রকৃতির হাত ধরে, কখনো বা নারীর অনুষঙ্গে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায় মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস। 'গিরগিটি' গল্পে বেশ কিছু যৌন অনুষঙ্গ থাকলেও গল্পটিতে প্রধান দুই চরিত্র মায়া ও ভুবন সরকারের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে সৌন্দর্যচেতনার বহিঃপ্রকাশ।

'গিরগিটি' গল্পের নায়িকা মায়া বাইশবর্ষীয়া এক অপরূপা যুবতী সুন্দরী। তার স্বামী প্রণব কারখানার শ্রমিক। ভাড়াবাড়িতে স্বামীর অবর্তমানে, মায়া যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে চায়। মায়ার ঘরের সামনেই বাস করে এক বৃদ্ধ ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী ভুবন সরকার। ওই বৃদ্ধের শারিরীক সক্ষমতা না থাকলেও মানসিকভাবে সে ছিল তরুণ। ওই ভুবনসরকারকে কেন্দ্র করে গল্পে সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মায়াকে প্রকৃতির সঙ্গেই সম্পৃক্ত করে দেখে ভুবন। বুদ্ধিমতী মায়া বুঝে নেয় যে, তিন বউ হারানো এই বৃদ্ধ মায়ার রূপে মুগ্ধ। ভুবন মায়াকে কখনোও ডালিম চারা, কখনও রাজহংসী আবার কখনও চিতাবাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করে। মায়ার স্বামী প্রণবের চরিত্র একটু ভিন্ন, তার মধ্যে সৌন্দর্য-চেতনার কোন প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। সে শারিরীক-দৈহিক মিলনের মধ্যে আনন্দ পেতে চায়, সে মায়ার দেহের সৌন্দর্য উপভোগ

Scanned with CamScanner

করতে চায় বদ্ধ ঘরে। এ নিয়ে মায়া-প্রনবের দ্বন্দ্ব। সৌন্দর্য ও রূপমুগ্ধতার অম্মিলনে শ্যাওলা পড়া দাম্পত্যের এক সুনিপুন চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক এই গল্পে।

বর্ষার উচ্ছ্বলা নদীর মতোই 'গিরগিটি' গল্পের মায়ার রূপ-যৌবন মাদকতাময়। প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিমোহিত এই মায়াও নিজের সৌন্দর্যকেও তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে। নির্জন কুয়োতলায় গাছ-পাখির সামনে নিরাবরণা হয়ে স্নানে সে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে। চারপাশের প্রকৃতি-পাখিরাও যেন মায়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়।

'ইঁটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দুটো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে, নাভি দেখে, স্তন দেখে জঙ্ঘা দেখে।'

নিকটতম প্রতিবেশী বৃদ্ধ ভুবন সরকারের বুকে তীব্র সৌন্দর্য পিপাসা। মায়াকে তার মনে হয় যেন ডালিমচারা, মায়ার মুখখানির সাথে কখনো মচকা, কখনো করবী ফুলের মিল খুঁজে পায় সে।

প্রনবের সঙ্গে মায়ার শারিরীক সম্পর্ক, প্রনবের মুখে রাতদিন তার রূপযৌবনের অঢেল লাবন্যের প্রশংসা শুনতে শুনতে মায়ার বিরক্ত লাগে, স্বামী প্রনব বোঝে শুধু ~~শরি~~ শারীরি চাওয়া-পাওয়া, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে মিলিয়ে সে মায়াকে ধরতে পারেনা, অপরদিকে মায়ার মননে ধরা পড়ে সৌন্দর্যবোধ—

'..... আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ গাছের পাতা, শালিকা বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে।'

মায়ার একমাত্র রূপের কদর করতে জানা ভুবন যেন তার দর্পন। মায়ার নিজের রূপটিকে দেখানোর সাধ পূরন হয় বৃদ্ধ ভুবন সরকারের চোখের মাদকতায়। প্রকৃতির সাহচর্যে মায়ার রূপকে আরো মোহময় করে তুলতে ভুবন বাজার থেকে কিনে আনে দোপাটি ফুলের মালা। সৌন্দর্যচেতনার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে ভুবনের এই উক্তিতে —

'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রক্তেরবাল্ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে ক'রে রেখেছি ছানি পড়তে দিইনি'।

বৃদ্ধ হয়েও ভুবন সৌন্দর্যময়তা ও রসবোধে ভরপুর, অথচ ~~যে~~ যুবক প্রনবের চোখে ছানি পড়েছে সে ঐ সৌন্দর্য, রস কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, এক অন্ধ কদর্য শারিরীক মিলন ও ~~দেহ~~ নগ্নদেহকে উপভোগ করার বাসনা তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধে।

প্রকৃত ~~রস~~ রসভোগ, সৌন্দর্যোপভোগ শারীরি মিলনে আবদ্ধ নয়, সৌন্দর্য কখনও উপভোগ করবার নয়, তা উপলব্ধির বিষয়,

Scanned with CamScanner

'মানসী' কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় একই আইডিয়া দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ —

'সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরী দিয়ে
তুমি তাহা নাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী —
ছেঁড়ো না তাহারে।

'জিরাফি' গল্পে বৃদ্ধ ভুবন সরকার মায়ার মধুর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতে চেয়েছে, প্রাণের মতো তার দৈহিক আকর্ষণ নেই, এখানেই গল্পটি উত্তীর্ণ হয়েছে। যৌনতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

— × —

Scanned with CamScanner